44

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...2 3 JUN. 1998......
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২......

সীতাকুন্ড

৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে

॥ মোহাম্মদ ইউসুফ ॥

সীতাকুন্ড, ২২শে জুন।– সীতাকুন্ডে ৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ও ৩০ জন শিক্ষক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ক্লাস করছে দীর্ঘদিন থেকে। যেকোন মুহূর্তে ছাদ ধসে পড়ে ঘটতে পারে বড় ধরনের প্রাণহানি। তাছাড়া শিক্ষক স্বল্পতা প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের তীব্র সংকট লেগে থাকায় লেখপাড়ার পরিবেশ চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভাটিয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : থানার দক্ষিণ প্রান্তে ঢাকা–চট্টগ্রাম মহাসড়কের গা ঘেঁষে অবস্থিত এটি ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ। বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী প্রায় ১ হাজার। শিক্ষক আছেন ১১ জন। দোতলা এ স্কুলটি এক দশক আগেই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। দোতলার ছাদের অবস্থা বড়ই করুণ। প্লাস্টার–কংক্রিট ভেঙে পড়েছে। অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে কর্তৃপক্ষ গত বছর থেকে দোতলায় ক্লাস নেয়া বন্ধ করে দিয়ে এর পশ্চিম পাশে ৩ কামরাবিশিষ্ট ১টি টিনশেড ভবন নির্মাণ করে। নতুন ভবনটিতে ছাত্রদের সংকুলান না হওয়ায় এখনো পুরনো ভবনের নিচতলায় ২৫ শতাধিক শিক্ষার্থী ক্লাস করে থাকে। বর্তমানে এটির অবস্থাও শোচনীয়। ছাদ ও দরজা–জানালারজরাজীর্ণঅবস্থা।

কুমিরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : কুমিরা আবাসিক উচ্চ বিদ্যালয়ের গা ঘেঁষে অবস্থিত তিন দশক আগে প্রতিষ্ঠিত এ স্কুলের অবস্থাও বড়ই নাজুক। ভাঙা ছাদ, বেঞ্চ টুলবিহীন স্কুলটির অবস্থা দেখলে যে কেউ হতভম্ব না হয়ে পারবে না। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৭শ'র মতো। গত ৫/৬ বছর আগে ছাদের বড় বড় ফাটল ও প্লাস্টার ক্ষয় হওয়ায় ছাদ চুঁয়ে পানিও পড়ে থাকে। ২টি শ্রেণী কক্ষে ২০/২৫টি বেঞ্চ টুল থাকলেও একটিতেও নেই কোন বসার ব্যবস্থা। তাই ফ্লোরে বসে ক্লাস করতে হয় ৫ শতাধিকেরও বেশি শিক্ষার্থীকে। বর্ষাকালে এদের ক্লাস করানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে স্কুলের এক শিক্ষিকা বলেন, 'বর্তমানে স্কুলটিতে লেখাপড়ার পরিবেশ নেই বললে চলে।'

মান্দারীটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : ট্রাঙ্ক রোড থেকে প্রায় দেড় কিঃ মিঃ পশ্চিমে বাড়বকুন্ডস্থ নির্জন ঘনবসতি এলাকায় ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮ শতাধিক। এখানকার প্রধান সমস্যা জীর্ণশীর্ণ স্কুল ভবন। ছাদে ফাটল ধরেছে সেই অনেক আগে থেকেই। '৯১ সালে স্থানীয় প্রকৌশলী বিদ্যালয়টি ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ঘোষণা করেন। তবুও অনন্যোপায় হয়ে কর্তৃপক্ষ সেখানে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন। জানা যায়, প্রতিনিয়ত ছাদের কংক্রিট ভেঙে পড়ার ফলে মাঝে মধ্যে ছোটখাট দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। ছাদ চুঁয়ে বৃষ্টির পানি ঢুকে পড়ে ক্লাসে। এতে স্কুলের আসবাবপত্র ও মূল্যবান কাগজপত্রও নষ্ট হচ্ছে।

সাদেক মস্তান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : থানা সদরের দক্ষিণ প্রান্তে মহাসড়কের গা ঘেঁষে ১৯৬৭ সালে নির্মিত স্কুলটির ছাদে বড় বড় ফাটল ও প্লাস্টার ভেঙে পড়ায় গত কয়েক বছর আগেই এটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠে। এছাড়া জরাজীর্ণ এ স্কুলে শ্রেণী সংকুলান না হওয়ায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাস করতে হয় বারান্দার ফ্লোরে বসে।

নুনাছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় : সীতাকুন্ড পৌরসভার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত তিন দশক আগের স্কুলটিরও পুরো ছাদের আস্তর ও কংক্রিট ভেঙে ভেঙে পড়ছে অনেক আগে থেকেই। প্রায় ৪ শতাধিক শিক্ষার্থী ও ৪ জন শিক্ষক প্রতিনিয়ত ভীতসন্ত্রস্ত পরিবেশে ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় এমপি আলহাজ এ বি এম আবুল কাশেমকে স্কুলের পক্ষ থেকে সম্প্রতি সংবর্ধনা প্রদানকালে তিনি স্কুলটির অবস্থা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

এ অবস্থায় বিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর চলতে থাকলেও যেন কেউ দেখার নেই।